পাখি মেলা উৎসব

স্পট : জাহাঙ্গীর নগর

লিখেছেন **আসাদুর রহমান** ও **নোমান মোহাম্মদ** ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**

৭.৪৫ : কুয়াশার রেশ এখনও কাটেনি। কিন্তু এরই মধ্যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ-চঞ্চলতা শুরু হয়ে গেছে। আজ এখানে বসেছে পাখিমেলা। বাংলাদেশ বার্ড ক্লাব ও পাখি রক্ষা টাস্কফোর্স আয়োজক। দিনব্যাপী এই মেলায় রয়েছে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার সুযোগ।

৮.৩০ : সকাল ৮টা থেকে শুরু হয়েছে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে পাখি দেখার প্রতিযোগিতা। গাছ-গাছালিতে ঘেরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ীভাবে বেশ কিছু প্রজাতির পাখি থাকে। তাছাড়া এই শীত মৌসুমে অতিথি পাখির আগমন ঘটে। পাখি দেখার প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে ৫টি দল। প্রতিদলে ৫ জন ছাত্র-ছাত্রী আর ১ জন গাইড। প্রতিযোগিতার নিয়ম হলো পাখি দেখলে ১, চিনলে ৫, শব্দ শুনলে ১ ও শব্দ শুনে পাখি চিনলে ৫ পয়েন্ট গোনা হবে। এই পয়েন্ট দেবেন গাইড। পাখি দেখে চিনতে না পারলে গাইড চিনিয়ে দেবেন।

৯.০০ : পয়েন্ট বাড়াতে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়া দলগুলো ক্যাম্পাসের বনে বাদাড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। ৫টির মধ্যে দুটি দল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে গড়া। প্রতিটি দল জোর পায়ে এগিয়ে চলছে। কথা বলার এতটুকু ফুরসত তাদের নেই। ১০টায় প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে যাবে।

৯.১০ : রেহানা, আফরিন, উত্তম, মোহিত, জাহাঙ্গীর 'নীলকণ্ঠ' দলের সদস্য। দলের গাইড জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষক ডঃ মোস্তফা ফিরোজ। পাখি বিশেষজ্ঞ তিনি। জানালেন, এখন পর্যন্ত বিদেশী পাখি আসা শুরু হয়নি। সড়ালিগুলো দেখে আমরা ভাবি এগুলো বিদেশ থেকে আসা। কিন্তু আসলে তা

বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে

নয়। এই পাখিগুলো দেশের বিভিন্ন হাওর এলাকায় বাস করে। হাওর এলাকার প্রচন্ড শীত সামলাতে না পেরে পাখিগুলো এদিকে চলে আসে। গাইড বললেন, এখানে পাখি দেখার জন্য দৌড় ঝাঁপ করার কোনো দরকার নেই। একটি নির্দিষ্ট এলাকায় ঘুরলেই ৭০/৮০ প্রজাতির পাখি দেখা যায়।

দলের প্রতিযোগীদের কেউই আমাদের সাথে কথা বলার আগ্রহ দেখালো না। এ পর্যন্ত দলটি ২৬ প্রজাতির পাখি দেখেছে।

৯.২৫ : দেড় ঘন্টা পার হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা মাত্র ১টি দলের সন্ধান পেয়েছি। কামালউদ্দিন হলের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। হলের ছাত্ররা সকালের নাস্তা সারতে ব্যস্ত। রোজা চলছে। কিন্তু দোকানগুলোতে রাখ ঢাকের সামান্যতম ব্যবস্থা করা হয়নি।

৯.৩৫ : আব্দুস সাত্তার আর আনন্দ কুমার ভুয়াপুর যমুনা সেতু আঞ্চলিক জাদুঘরের কর্মচারী। এখানে কাজ করার আগে তারা প্রফেসর কাজী জাকির হোসেনের তত্ত্বাবধানে যমুনা সেতু এলাকায় বন্য প্রাণী জরিপ কাজে অংশ নিয়েছিলেন। এসব কাজের মাধ্যমেই পশু-পাখির প্রতি তাদের ভালোবাসার সৃষ্টি হয়েছে। আজও তাই ছুটে এসেছেন পাখি দেখতে। দু'জনের গলায় বিশাল আকৃতির দুটি বাইনোকুলার ঝুলানো। হাতে পাখি চেনার জন্যে একটি বিদেশী বই। আব্দুস সাত্তার জানালেন, তারা অনেক আগে থেকেই পাখি দেখতে এখানে আসেন। আগে সহজেই ৩০/৪০ প্রজাতির অতিথি পাখি দেখা যেত আর এখন ভরা শীতে ২/৩ প্রজাতির বেশি পাখি দেখা যায় না।

সবুজ-শ্যামল এই দেশের শিশুরা জানে না তারা কোন পাখির ছবি আঁকছে

৯.৪৫ : রাফি, সুমি, ইকরাম, মুরাদ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও গণিত বিষয়ের ছাত্র-ছাত্রী। বিষণ্ন মনে অনুষ্ঠানস্থলের দিকে এগিয়ে চলেছেন। রাফির মন সবচেয়ে খারাপ। সুন্দরী এই তরুণী পাখি দেখা প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারেনি। বন্ধুরা তাকে শান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। রাফি বললো, পাখি দেখা প্রতিযোগিতায় মাত্র ৫টি দল অংশ নিতে পারবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সুযোগ করে দেয়ায় তারা অংশ নিতে পারেনি। ক্যাম্পাসের পাখিগুলোর প্রতি এই তরুণীর রয়েছে অগাধ ভালোবাসা। অভিযোগ করে বললেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ঝিলগুলোকে লিজ দিয়ে দিচ্ছে। ঝিল পরিষ্কার করে সেখানে শুরু হয়েছে মাছের চাষ। চাষের ঝিল পাখির বসার জন্য উপযোগী নয়। আর তাই দিনে দিনে এখানে পাখির আগমন কমে যাচ্ছে।

পাখি বিষয়ে তরুণ প্রজন্ম সজাগ হচ্ছে। এই ছবিই তার প্রমাণ

৯.৫০ : রাফিদের সাথে আমরাও অনুষ্ঠানস্থলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। দেখা হলো প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়া 'দোয়েল' দলের সঙ্গে। দলটি এ পর্যন্ত ৩৫ প্রজাতির পাখি দেখেছে। তবে এদের প্রায় সবই এদেশের। কিছু রয়েছে লোকাল মাইগ্রেটরি। ভারতের হিমালয় এলাকার বাসিন্দা বাদামি কসাই, সড়ালিরও তারা দেখা পেয়েছেন। দলটির গাইড হিসেবে রয়েছেন পাখি পর্যবেক্ষক এনাম তালুকদার। পেশায় বাংলাদেশ বিমানের পাইলট। কথা হলো তার সঙ্গে।

: বাংলাদেশে কোন কোন পাখির সংখ্যা কমে যাচ্ছে?

: আসলে সব পাখিরই সংখ্যা কমছে। আগে এখানে সারাদিন ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া পাখি দেখা যেতো এখন সারা দিনে ২/৩টি ঝাঁক চোখে পড়ে।

১০.০০ : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান অনুষদের ১ম বর্ষের ছাত্রী বুশরা, রমা হাঁটতে বের হয়েছেন। দু'জনের গায়েই শীতের শাল জড়ানো। শালের ভেতর গুটিসুটি মেরে তারা হাঁটছেন। পাখি মেলার প্রতি তাদের আগ্রহ নেই। ভিড় কমলে মেলার দিকে যাবেন। তবে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি কিছু দিনের মধ্যেই তাদের ভালোবাসা কেড়েছে। বুশরা বললেন, এখানকার মতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেশের অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই।

১০.০৫ : হেঁটে হেঁটে চলে এলাম মেলা প্রাঙ্গণে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কার্যালয়ের

আশার কথা-- নতুন প্রজন্ম প্রাণি বৈচিত্র্য নিয়ে ভাবছে

সামনের ঝিলটির পাশেই বসেছে মেলা। ঝিলের পাশের গাছগুলোতে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে বিভিন্ন পাখির ছবি। পাখির সাথে পরিচয় হবার জন্যে ত্রিপলের ওপর ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে পাখি বিষয়ক বিভিন্ন বই। বইগুলোতে বিভিন্ন পাখির আবাস আর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। ঝিলের পাশে বসানো হয়েছে ৬টি টেলিস্কোপ। ফিল্ড গাইডরা মেলায় আসা বিভিন্ন বয়সী পাখিপ্রেমিকদের পাখি দেখাতে ও চেনাতে সাহায্য করছেন।

১০.১০ : শুরু হয়ে গেল পাখি মেলার দ্বিতীয় আকর্ষণ। স্কুল পড়ুয়াদের পাখির ছবি আঁকা প্রতিযোগিতা। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। মেলার পক্ষ হতে বাচ্চাদের আটকার্ড, পেন্সিল সরবরাহ করা হচ্ছে। বাচ্চারা মাটিতে বসে ঝুঁকে পড়ে ছবি আঁকছে। অভিভাবকরা চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন। অনেকে ছবি তুলছেন।

১০.২০ : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলের ১ম শ্রেণীর ছাত্রী মালিহা মাসুম। ছবি আঁকা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে সে। মা ইভা আহমেদ পাশেই দাঁড়ানো। জানালেন, এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে মালিহার রয়েছে ব্যাপক আগ্রহ। আগের দিন বাসায় সে ছবি আঁকা প্র্যাকটিস করেছে।

১০.৪০ : মেলা প্রাঙ্গণে এখন জমজমাট ভিড়। ভিড়ের কারণে অধিকাংশ পাখি ঝিল ছেড়ে পালিয়েছে। ঝিলের অপর প্রান্তে কিছু সড়ালি সাঁতার কাটছে। ছেলে মেয়েরা সেগুলোই টেলিস্কোপের সাহায্যে দেখছে। পাখি দেখতে না পারায় অধিকাংশের চোখে মুখে আফসোস। ৪/৫ তরুণের একটি দল টাঙ্গানো পাখির ছবিগুলো দেখছে। এদের একজন বলে উঠলো, 'এতদূর থেকে এলাম কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না।' সঙ্গে সঙ্গে দলের অন্যজন পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটি মেয়েকে ইঙ্গিত করে বললো, 'চারপাশে এত সুন্দর সুন্দর পাখি, তুই কি কিছুই দেখছিস না'। দলের সবাই এবার হেসে উঠলো।

১১.০০ : মেলায় আগত মেয়েদের অধিকাংশকেই এখন 'পাখি' শব্দে টিজ শুনতে হচ্ছে। প্রেমিক- প্রেমিকারাও বাদ যাচ্ছে না।

আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ছেলে পাশের মেয়েটির দিকে তাকিয়ে গান জুড়ে দিল, ও পাখি তোর যন্ত্রণা, আর যে প্রাণে সয়না, যখন তখন তোর জ্বালাতন... 'চুপকর, চুপ কর'। মেয়েটি প্রায় তেড়ে এলো। কথা হলো ওদের সাথে। ছেলেটির নাম রাজীব আর মেয়েটি শাওন। রাজীব জানালো, শাওন আসার পর থেকেই বাড়ি ফেরার জন্যে ঘ্যান ঘ্যান করছে। আর তাই সে ওই গান গেয়েছে।

১১.১০ : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক সাজেদা বেগম নাতাশা। ১৯৮৭ সালে তিনি যখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্রী তখন তিনি এখানে অনেক প্রজাতির পাখি দেখেছেন। পাখির প্রাচুর্যতা তাকে এ বিষয়ে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহী করে তোলে। তিনি জানালেন, এখানে পাখিগুলো সকালে আসে আর সন্ধ্যায় চলে যায় জয়দেবপুর এলাকার দিকে। এই সময়টুকুতে এরা এখানে তেমন কিছু খায়ও না। শুধু পানিতে ভেসে বেড়ায়।

১১.৩০ : ডা: মারিয়া এদেশে মিশনারি ডাক্তার হিসেবে কাজ করেন। প্রবীণ চেক রিপাবলিকের এই নাগরিক পাখি মেলায় এসে খুব খুশি, তবে তিনি পরিবেশের সমালোচনা করলেন। অবাক হয়ে বললেন, চারদিকে ময়লা, আবর্জনা ছড়িয়ে আছে, এটা কি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ হতে পারে! বললেন, ঢাকা একটি নোংরা শহর। চারদিকে ধোঁয়া আর ধুলা। দম ফেলার জায়গা নেই। মারিয়া বললেন, পশু পাখিদের জন্যেও জায়গা ছাড়তে হবে। সব জায়গায় যদি বাড়ি ঘর তৈরি হয় তবে পাখি থাকবে কোথায়?

১১.৪০ : ঢাকা থেকে এসেছে দুই বন্ধু লেলিন আর সম্পদ। টেলিস্কোপের সামনে ভিড় দেখে লেলিন পাখি দেখার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু পাখি দেখতে সম্পদের বিশাল আগ্রহ। এজন্যে সে লাইনে দাঁড়াতেও রাজি। সম্পদের আগ্রহ দেখে লেলিন বিরক্ত মুখে বলে উঠলো, তুইতো চিনিস শুধু কাউয়া ঐটা দেখার জন্যে টেলিস্কোপ লাগে না।

১১.৫০ : মেলায় পাখি উন্মুক্ত করার আয়োজন করা হয়েছে। দুটি খাঁচাতে ৩টি টিয়া ও বেশ কিছু মুনিয়া পাখি রাখা হয়েছে। প্রতিটি টিয়া তিনশ' আর মুনিয়া ৫০ টাকা মূল্যের। যে কেউ টাকার বিনিময়ে পাখিগুলো কিনে উন্মুক্ত করে দিতে পারে। পাখি উন্মুক্ত করায় বাচ্চাদের আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। ৭ বছরের সোনিয়া এ পর্যন্ত ২টি মুনিয়া পাখি উন্মুক্ত করেছে। তারপরও তার সাধ

কত দেশ পেরিয়ে অতিথি পাখি আসছে। দূরবীণ চোখে এক তরুণীর গভীর পর্যবেক্ষণ

যতই পোষ মানুক, পাখি বনেই সুন্দর

মিটেনি। বাবার কাছে আবারও পাখি কিনে দেবার জন্যে অনুরোধ করছো। সোনিয়ার বাবা সোনিয়াকে বলছে, 'আর না মা তুমি পাখি ছেড়ে খাঁচা খালি করছো আর অন্যদিকে আমার মানিব্যাগ যে খালি হয়ে যাচ্ছে'।

১১.৫৫ : বাচ্চাদের ছবি আঁকা প্রতিযোগিতা শেষ পর্যায়ে। অধিকাংশের ছবি আঁকা শেষ হয়ে গেছে। প্রতিটি ছবি মেলা প্রাঙ্গণে টাঙ্গিয়ে দেয়া হচ্ছে। ছোট্টমণি ইরিকা এই মাত্র তার পাখি আঁকা শেষ করেছে। তবে সে জানে না ওটা কি পাখি ।

১২.০৫ : পাখির কুইজ প্রতিযোগিতা শুরু হবে। দর্শকরা সবাই মঞ্চের চারপাশে জড়ো হচ্ছে। প্রতিযোগিতার নিয়মকানুন বলা হচ্ছে। ২৫টা প্রশ্ন। প্রতিটার ৪টি করে উত্তর দেয়া আছে। সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিতে হবে। সময় ১০ মিনিট। শুধুমাত্র কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ নিতে পারবে। বেশ কিছু স্কুলছাত্র প্রতিবাদ জানালো।

১২.১০ : প্রশ্নপত্র বিতরণ শুরু হয়েছে। আয়োজকদের কাছে ১২৫টি প্রশ্নপত্র রয়েছে। কিন্তু উপস্থিত সবাই প্রশ্ন চাচ্ছে। আয়োজকদের রীতিমতো বেহাল অবস্থা। ধৈর্য ধরে বসার জন্য মঞ্চ থেকে আহবান জানানো হচ্ছে। দাঁড়িয়ে থাকা শিপলু বলে উঠলেন, 'পুরস্কার পাই বা না পাই মাগনা কলম তো পাইলাম।'

জানা গেলো প্রতিটি প্রশ্নপত্রের সাথে একটি কলম ফ্রি।

১২.১৫ : প্রতিযোগিতা শুরু হলো। প্রশ্ন পেলেও সবাই কলম পাননি। কলমের জন্য চেঁচামেচি করছে কয়েকজন। প্রতিটি প্রশ্নপত্র ৮/১০ জন মিলে Solve করছেন।

১২.২০ : প্রথমবারের মতো মেলায় প্রাণচাঞ্চল্য দেখা গেলো। পাঁচ মিনিট বাকি। সমগ্র মেলা প্রাঙ্গণে চাপা গুঞ্জন। সবাই উত্তর দিতে ব্যস্ত। মঞ্চে রাখা বাক্সে প্রথম উত্তরপত্রটি জমা পড়লো।

১২.২৫ : সময় শেষ। আয়োজকরা উত্তরপত্র সংগ্রহ করছেন। শেষ সময়ে অনেকে প্রশ্ন না পড়েই উত্তরে টিক চিহ্ন দিচ্ছেন। এ রকম একজন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে অধ্যয়নরত সামু। তিনি জানালেন, 'আন্দাজে টিক দিলাম আর কি, যদি লাইগ্যা যায়।'

১২.৩০ : আয়োজক ইনাম-উল-হক মাইকে প্রশ্নের উত্তর জানাচ্ছেন। সবার ভেতর চাপা উত্তেজনা। আয়োজক প্রশ্ন করছেন। সবাই চিৎকার করে নিজের উত্তর বলছেন। যাদের উত্তর মিলছে তারা আনন্দধ্বনি আর বাকিরা 'ভুয়া ভুয়া' রব তুলছেন। বেলা দেড়টায় এর ফলাফল জানানো হবে। পুরস্কার বিতরণ হবে আড়াইটায়।

কুইজের প্রশ্ন, পাবে মাত্র ১২৫ জন

১২.৫৫ : ঢাকা থেকে পাখিমেলা দেখতে এসেছেন চার বন্ধু বকুল, মামুন, আফাজ, শশী। ঢাকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা অধ্যয়নরত। কথা হলো তাদের সাথে।

: কেমন লাগছে?

: ভালো না লাগার তো কোনো কারণ নেই। চমৎকার পরিবেশ। পাখি সম্পর্কে জানতেও পারছি অনেক কিছু। তবে অতিথি পাখি তেমনভাবে দেখা যাচ্ছে না।

: কোনো প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন?

: আমরা কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছি।

: পুরস্কার পাবেন?

: আশা তো করি।

: কতক্ষণ থাকবেন?

: নির্ভর করছে কুইজের ফলাফলের ওপর। পুরস্কার না পেলে দেড়টায় চলে যাবো। আর পেলে মেলার শেষ পর্যন্ত থাকব।

১.১০ : মেলা প্রাঙ্গণ অনেকটা ফাঁকা। অনেকেই জুমার নামাজ পড়তে গিয়েছেন। ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েকটি গ্রুপ আড্ডা মারছে।

১.৩০ : মেলা সংলগ্ন রাস্তাটি ধরে একটি মিছিল এগিয়ে আসছে। উৎসুক দৃষ্টিতে সবাই মিছিলের দিকে তাকিয়ে আছে।

'একটা পাখির কিছু হলে, জ্বলবে আগুন ঘরে ঘরে'; ' জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকের পাখি, ফিরিয়ে দাও দিতে হবে'; 'ধরা পাখি ছেড়ে দিয়ে, পরিবেশ প্রেম হয় না' ইত্যাদি স্লোগানে রাস্তাটি মুখরিত হয়ে উঠলো। পাভেল, ইফতি, শুভ, নীতু, তিথি এ মিছিলেরই অংশ। জানালেন, জা.বি.র সচেতন ছাত্র-ছাত্রীরাই মিছিলে অংশ নিচ্ছেন। পাখি মেলা আয়োজনের উদ্যোগ প্রশংসনীয় হলেও তারা আয়োজন প্রক্রিয়াকে সমর্থন করছেন না। জানালেন, গতকালও এখানে অনেক পাখি ছিলো। মেলার আয়োজন দেখে পাখিরা চলে গেছে। অনেক রাত পর্যন্ত

আয়োজকরা মেলা প্রাঙ্গণ সাজাতে ব্যস্ত ছিলো। এছাড়া রাস্তায়, গাড়িতে জোরে গান বাজানো হচ্ছে। এরকম মানুষের ভিড়, কোলাহল পাখিরা পছন্দ করে না। তাদের মূল অভিযোগ 'মুক্ত পাখির দোকান' নিয়ে। যেখানে এক জোড়া মুনিয়া ৫০ টাকা ও একটি টিয়া ৩০০ টাকায় কিনে দর্শকরা মুক্ত করছে। তাদের মতে দোকানটির নাম হওয়া উচিত 'বন্দী পাখির দোকান'। যে কেউ চাইলেই পাখি মুক্ত করতে পারবে না। এজন্য তার টাকা প্রয়োজন। এখানে ব্যবসায়ী মনোভাব কাজ করছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশের সাথে এই পাখিগুলো অভিযোজন করতে পারবে কি না তাও দেখা হচ্ছে না। যেমন, মুনিয়া সমতলের পাখি হলেও তাদের এই জঙ্গলে নিঃসঙ্গ জোড়া হিসেবে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। আয়োজন প্রক্রিয়া বদলের দাবি তারা জানালেন।

১.৫০ : মঞ্চের চারপাশে অনেকে ঘুরঘুর করছেন। দেড়টায় ফলাফল টাঙ্গানোর কথা থাকলেও এখনও কোনো খবর নেই। বেশ কয়েকজনকে এ নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা গেলো।

২.০৫ : কুইজের ফলাফল ঘোষণা করা শুরু হয়েছে। যিনি প্রথম হয়েছেন তাকে দেখা গেলো না। তার বন্ধুরা উল্লাস করছে। সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী। খবর শুনে প্রথম স্থান অধিকারী ফাহিমা দৌড়ে চলে এলেন। দর্শকরা করতালির মাধ্যমে তাকে অভিনন্দন জানালেন।

যারা পুরস্কার পায়নি তাদের অনেকে হতাশ। ক্ষুব্ধ কিছু দলও আছে। মজনু, অলিন, জুনাইদ, সচ্ছল এ রকমই এক দল। তারা বললেন, '২৫টা প্রশ্নের উত্তর ২৬ জনের কাছে শুনে আর বই দেখে দিলে আমরাও পুরস্কার পেতাম।'

২.১০ : কবি শামসুর রাহমান মেলা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলেন। পত্রিকা হতে তিনি এই মেলার খবর পেয়েছেন। আয়োজকরা তাকে এগিয়ে গিয়ে নিয়ে এলেন। আগতদের মধ্যে ফিসফাস শুরু হলো 'শামসুর রাহমান এসেছেন।' অনেক শিশু তার অটোগ্রাফ নিচ্ছে।

২.৩৫ : 'পাখি মেলা সমাপনী ও পাখি শুমারি উদ্বোধন' অনুষ্ঠান শুরু হলো। শুরুতে আয়োজক ইনাম-আল-হকের স্বাগত বক্তব্য। আয়োজনের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেয়ার জন্য সচেতন ছাত্রদের অভিনন্দন জানালেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পাখি বাড়ছে বলে তিনি দাবি করলেন।

বিশিষ্ট পাখিবিদ অধ্যাপক জাকের হোসেন আয়োজকের বক্তব্যের সাথে ভিন্নমত পোষণ করলেন। দেশীয় গাছ রক্ষার জন্যও তিনি আবেদন জানালেন। প্রশ্ন রাখলেন, 'আমরা যদি দেশী গাছ কেটে ফেলি, তবে দেশী পশু-পাখিদের বাঁচাবো কিভাবে?'

২.৫০ : পুরস্কার বিতরণ শুরু হলো। সকল পুরস্কার সমমানের। পুরস্কার হিসেবে পাখি বিষয়ক বিভিন্ন বই দেয়া হচ্ছে। পাখি দেখা প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে 'ডাহুক' দল। তাদের স্কোর ২৩৩। গ্রুপের সদস্যরা তারেক, জাহিদ, আনিস, তাসমিনও শারমিন। এরা সবাই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। গাইড ড: আনোয়ারুল ইসলাম। গ্রুপের সবাই উল্লসিত। 'দোয়েল' দল ১৯৮ পয়েন্ট স্কোর করে দ্বিতীয় হয়েছে।

বাচ্চাদের ছবি আঁকা প্রতিযোগিতায় মোট পুরস্কার ৬টি। নার্সারি থেকে ৪র্থ শ্রেণীর ৪টি। ৫ম থেকে ৮ম শ্রেণীর জন্য ২টি। পুরস্কারপ্রাপ্তরা সবাইকে তাদের পুরস্কার দেখাচ্ছে। পাখির কুইজ প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাহিমা রহমান। তিনি জানালেন, এ জাতীয় প্রতিযোগিতায় প্রতমবারের মতো অংশ নিয়ে পুরস্কার পেয়ে গর্বিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুরস্কার ছিনিয়ে নেয়াটাই তার কাছে মুখ্য বিষয়।

এমন আয়োজন ছোট-বড় সকলের কাম্য

৩.০৫ : অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক জসীম উদ্দিন আহমেদ। তিনি জানালেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝিলগুলো পাখিদের জন্য নিরাপদ। তাই এখানে সবচেয়ে আগে পাখিরা আসে। সবচেয়ে শেষে যায়। তিনি ইজারা দেয়া ঝিলগুলো উন্মুক্ত করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। 'পাখি শুমারি'র উদ্বোধন ঘোষণার মাধ্যমে বক্তৃতা শেষ করলেন।

৩.২০ : পাখি মেলা শেষ হয়ে গেছে। এখন চলছে গোছগাছের পালা। আয়োজক ইনাম-আল-হক অতিথিদের বিদায় জানাতে ব্যস্ত রয়েছে। ব্যস্ততার মধ্যে তিনি আমাদের সময় দিলেন। ছোটবেলা হতেই পাখিপ্রেমী ইনাম-আল-হক জানালেন, পৃথিবীর সব জায়গায় পাখি মেলা হয়। আমাদের এখানে হয় না, তাই তিনি এই মেলোর আয়োজন করেছেন। বললেন, পাখি মেলা নগরে হওয়া উচিত। গ্রামবাসীরা পাখি চেনে। নগরবাসী যারা পাখি দেখেনি তাদের সাথে পাখির সম্পর্ক তৈরির জন্যই এই মেলা।

: পাখি বিক্রি কমানোতে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন কি?

: পাখি বিক্রি এখন অনেক কমেছে। বিক্রির ৯৫ ভাগই পালা হাঁস, পাখি খেকো মানুষ না বুঝেই ও গুলো কিনে খাচ্ছে। এছাড়া পাখি শিকারীদের এখন খরচে পোষায় না। পুলিশী সমস্যা তো রয়েছেই।

: সরকারের কাছে পাখি সংরক্ষণে আপনার কোনো আবেদন রয়েছে?

: সরকারের কাছে কোনো আবদার আমার নেই। আবদার রয়েছে মিডিয়ার প্রতি। সংবাদপত্র, টেলিভিশন এ বিষয়ে পজিটিভ নিউজ করেছে। ফলে পাখি ধরা অনেক কমেছে। সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষা করা যায়। জনগণই তা পারে, সরকার নয়।

৩.৪০ : গোছ গাছ এখন শেষ পর্যায়ে। পাতা টেবিলের ওপর দর্শনার্থীর মন্তব্য খাতাটি পড়ে আছে। শতাধিক মন্তব্য লেখা রয়েছে খাতাটিতে। মেলা আয়োজনকে সমর্থন জানিয়ে অধিকাংশ মন্তব্য লেখা হয়েছে। অনেকেই দেশের সব জেলায় এই ধরনের আয়োজনের মাধ্যমে মানুষকে পাখির সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার পরামর্শ দিয়েছেন। সেই সাথে কটু মন্তব্যই করতে ছাড়েনি কেউ কেউ। আহসান নামের একজন লিখেছেন 'পাখির মাংস খেতে হেভ্ভি মজা'। ছোট ছোট ছড়াও লিখেছেন অনেকে।